প্রথম প্রকাশ
১লা জানুয়ারী, ১৯৫৯

প্রকাশিকা
সুপ্রিয়া পাঁল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০ ০০৭

লেসার টাইপসেটিং
শাইনিং লেসার গ্রাফিক্স
৩৫৭/বি, রবীন্দ্র সরণী,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রক
প্রিন্টিং সেন্টার
১, ছিদাম মুদি লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

নিবেদন

অনুবাদ সাহিত্যে নতুন কিছু নয়। বর্তমান প্রচেষ্টাও অভিনবত্বের দাবী রাখে না।

সৃষ্টির ধর্মই বোধ হয় স্বপ্ন দেখা। মনে হয় চেতনার উত্তরণে স্বপ্নের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপ গ্রহণের মধ্যটি এক অনাবিল আনন্দের উৎস হয়ে থাকে।

এই প্রকাশনার মধ্য দিয়ে আমার সেই আশৈশব স্বপ্নের বাস্তব রূপ পাবার আনন্দ সকল পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। এই উদ্যমে কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটি হয়তো থেকে গেল, তবুও সামগ্রিকভাবে যদি হৃদয়বান পাঠকের মনে বর্তমান অনুবাদ বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারে তবেই আমি আনন্দিত হব।

পরিশেষে যারা এই বই প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।

মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়

Music when soft voices die.

Perchy Byssce Shelley

Music when soft voices die,
Vibrates in the memory;
Odours; when sweet violets sicken,
Live within the sense they quicken;
Rose leaves; when the Rose is dead
Are heaped for the beloved's bed
And so thy thoughts, when thou art gone,
Love itself shall slumber on.

ভাষা হারানো সঙ্গীত

যখন সংগীত মৃদু সুরের কম্পন ভুলে মৃত্যু মাঝে পশে।
স্মৃতি ধরে রাখে তার রেশ।
যবে চাঁপা আধো কাঁপা বৃন্তটির মূলে,
ঝরে পড়ে শেষে,
যে গন্ধ গিয়েছে রেখে, তাহাতে রয়েছে মেখে, জীবনের লেশ।
গোলাপ যখন ঝরি, শুখাইয়া যাবে পড়ি, খুলে
দলগুলি নিয়ে এসে প্রিয়-শয্যা রচিবে সে
যেখানে রাখিবে প্রিয়া তার কালো কেশ।
যবে তুমি যাবে চলে তোমার স্মৃতির কোষে,
~~ভালবাসা কোলে রবে সুপ্ত কাল স্রোতে।~~

My Play Is Done

Swamy Vivekananda

Everrising everfalling with the waves of time,
still rolling on I go,
From fleeting scene to scene ephemeral,
With lifes' current's ebb and flow,
Oh! I am sick of this unending force;
These shows they please no more.
For me is nothing, How I long to get beyond the crust
Of name and form! Ah, Open the gates
To me they open must;
Open the gates of light, O Mother,
To me thy tired son
I long Oh, long to return home,
Mother my play is done.

অবসান

কালসমুদ্রে অবিরত উত্থানে পতনে ভেসে চলি আমি,
পলাতকা দৃশ্য হতে দৃশ্যান্তরেতে ভেসে চলি আমি,
অশ্রান্ত জীবনের স্রোতের মাঝারে ভেসে চলি আমি,
আমার জীবন আজ ক্লান্তিতে বিলীন
অশেষ রঙ্গের এই পুনরাবৃত্তিতে
পুনরাবর্ত্তন দ্বারা বুঝিতেছি আমি
অসীম অতৃপ্ত এরা ; কত ক্ষুদ্র, তুচ্ছ আমি ইহাদের কাছে।
সমস্ত বাসনা মম চাহে ছিঁড়ি বাহিরিতে মোহ আবরণ,
ধ্বংস করি দেহসীমা, নাম, পরিচয় একেবারে।
খোলদ্বার, যেতে দাও, দেখাও তোমার সে আলোক-বর্ত্তিকা
ওগো মা, দেখাও সে পথ তোমার ক্লান্ত পুত্রকে
ও মা, খেলাধূলা হইয়াছে সমাপ্ত এবার
এখন ফিরিতে চাই গৃহে তোরই কাছে।

One word is too often profaned

Perchy Byssce Shelley

One word is too often profaned
For me to profane it,
One feeling too falsely disdain'd
For thee to disdain it,
One hope is too like despair
For prudence to smother,
And pity from thee more dear
Than that from another.
I can give not what men call love
But wilt thou accept not
The worship the heart lifts above
And the Heavens reject not,—
The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow?

একটি কথা

একটি কথা, শুধু কেবল অপবিত্র করা,
আমার তরে শুধুই অপবিত্র
এই অনুভব মিথ্যা শুধুই অপমানে ভরা
তোমার তরে শুধুই তাহা অপমানের চিত্র
একটি আশা মিলায় এসে হতাশাতেই প্রায়
সাবধানেতে রাখি তাহা ঢেকে
করুণা তোর সইতে পারি অন্য কারও নয়
লব তাহা কেবল তোরই থেকে
আমি তোকে নাহি পারি দিতে
লোকে যারে সম্ভাষে প্রেম
তবু তুই পারিবিনা নিতে
হৃদয়ের পূজা সেরা, নিকষিত হেম,
রাজে যাহা মোর চিত্তাকাশে
ঈশ্বর লন তাহা নিজে,
সে কামনা রহিয়াছে মিশে,
ঐ দূর নক্ষত্রে যাচি, পতঙ্গ হৃদয়েরি মাঝে
সে কামনা চিতা—বহ্নিমান
রাত্রির অন্তর ব্যাপি প্রভাতের লাগি
আরও কিছু তরে মম ভক্তি অনির্বাণ
আমাদের দুঃখ লোক ত্যাগি।

Ode to a Nightingale

John Keats (1795-1821)

My heart-aches and a drowsy numbness pains
My sense, as though of hemlock I had drunk,
Or emptied some dull opiate to the drains
One minute past, and Lethe-Wards had sunk:
Its not through envy of thy happy lot,
But being too happy in thy happiness,—
That thou right-winged Dryad of the trees,
In some melodious plot
Of beechen green, and shadows numberless,
Singest of summer in full-throated ease.
O, for a draught of Vintage! that hath been
Cool'd a long age in the deep delved earth,
Tasting of Flora and the country green,
Dance, and provencal song, and sunburnt mirth!
O for a beaker-full of the warm south,
Full of the true, the blushful Hippocrene,
With beaded bubbles winking at the brim,
And purple-stained mouth;
That I might drink, and leave the world unseen,
And with thee fade away into the forest dim.

বুলবুলের প্রতি একটি গীতি

হৃদয় ব্যথিয়া উঠে এ-এক তন্দ্রাচ্ছন্ন অবসন্নতা
যন্ত্রণাবিদ্ধ করে আমার চেতনা
করিয়াছি পান যেন কোন কালকূটে,
না হয় ঢেলেছি সুরা ; ভুলেছি সে কথা ;
ঘুমে ডুবে গেল যেন কতক্ষণ পরে সে যাতনা।

এ নহে মোর ঈর্ষাভরে তোদের দিকে চাওয়া,
আনন্দ-মূরতী-সবে!
তোদের দেখে আরও আমার গভীর সুখ পাওয়া,
তোরাই হ'লি লঘু-পক্ষ বৃক্ষপরী তবে,
যেথা অগণিত সপ্তপর্ণী মেলে দেয়ে ছায়া
সুরঝরা কোন এক রণিত সবুজে আর না?
যেথা গ্রীষ্মের গান হয় অক্লেশ-পূর্ণ-কণ্ঠে গাওয়া।

সেই সুধারই একটি বিন্দু ওরে
কোন সে অতল গভীর পৃথ্বীতলে,
তুহিন হয়েছে কত না যুগ ধরে
আনন্দেতে নাচের সাথে পল্লী-গাথা মিলে
রৌদ্রতপ্ত সবুজ মাটির স্বাদে।

ওরে সুকণ্ঠীরা! ঈষদুষ্ণ দক্ষিণীদেশ তোদের তরেই কাঁদে,
সেই প্রকৃত উৎস-ধারা, তোদের তরেই লজ্জা-ভরা সরম-রক্ত-রাগে,
যে শীকর-কণা উঁকি মারে সেই মধু-রক্তিম আনন্দপটে, বক্ষতটে,
ইচ্ছা জাগে—
প্রাণভরে পান করে তাই, তোদের সনে মিশিয়া যাই
ছায়াঘন বনে অলক্ষ্যেতে, পৃথিবী ত্যাজিয়া কোনো অন্য লোকেতে।

Ode to a Nightingale

John Keats (1795-1821)

Fade far away, dissolve, and quite forget
What thou among the leaves has never known,
The weariness, the fever, and the fret
Here, where men sit and hear each other groan;
Where palsy shakes a few, sad, last, grey hairs,
Where youth grows pale, and spectre-thin, and dies,
Where but to think is to be full of sorrow
And leaden-eyed despairs;
Where Beauty can not keep her lustrous eyes,
Or new love pine at them beyond to-morrow.
Away! away! for I will fly to thee,
Not charioted by Bacchus and his pards,
But on the viewless wings of Poesy,
Though the dull brain perplexes and retards;
Already with thee! tender is the night,
And haply the Queen Moon is on her throne,
Cluster'd around by all her starry Fays.
But here there is no light,
Save what from heaven is with the breezes blown
Through verdurous glooms and winding, mossy ways.

বুলবুলের প্রতি একটি গীতি

দূরে, অতি দূরে, মিলিয়া মিলিয়া যাই-তবু,
সম্পূর্ণ বিস্মৃতির তলে,
বনবাসী তোরা যাহা বুঝিবিনা কভু
অসহ-ক্লান্ত-তাপ-পূর্ণ-হলাহলে ;
এখানে মানবগণ বসি শুধু একে অপরের
যন্ত্রণা-কাতর-ধ্বনি শোনে,
এখন, এখানে, জরা আমি ঝরায় সবের
যা কিছু রয়েছে হেথা, শেষতম কয়েকটি বিষণ্ণ কুন্তল সনে
এখানে যৌবন ক্ষয়ে অস্থি-পঞ্জরে এসে নেমেছে অকালে
শেষে মৃত্যু তারে লয়
এখানে ভাবনা, শুধুমাত্র পূর্ণ-দুঃখ-জালে,
রক্তচক্ষু হতাশা-বলয়
এখানে সৌন্দর্য এসে রাখিতে পারেনা তার জ্যোতির্ময় আঁখি
প্রথম প্রণয় যবে, হেথা কেহ কারও তরে
আগামী কালেতে দুখে কাঁদিবেনা চাহি।
দূরে! আরও দূরে! যেন আমি তোমারি উদ্দেশে যাই উড়ে
নহে সুরা দেবী সনে তাঁহারি রথেতে,
ব্যাঘ্র বাহনে যাহা জানি লয়ে চলে,
কবিতা সুন্দরী, সাথে অদৃশ্য পক্ষেতে,
যদিও ক্লান্ত চিন্তা ডুবে যায় শেষে, বিরক্তির তলে।
আমি এসে এইক্ষণে, মিলিয়াছি তোর সনে
মধুরাত্রি অবসিত প্রায়,
হঠাৎ চন্দ্রিমা আসি বসে সিংহাসনে
কিন্নর নক্ষত্রগণে ঘিরিয়া রয়েছে তাঁরে, যেন এই যায়।

Ode to a Nightingale

John Keats (1795-1821)

I can not see what flowers are at my feet,
Nor what soft incense hangs upon the boughs,
But, in embalmed darkness, guess each sweet
Wherewith the seasonable month endows
The grass, the thicket, and the fruit-tree wild;
White hawthorn, and the pqestoral eglantine;
Fast-fading violets coverd up in leaves;
And mid-May's eldest child
The coming musk-rose-full of dewy wine,
The murmurous haunt of flies on summer eves.
Darkling I listen; and for many a time
I have been half in love with easeful Death,
Call'd him soft names in many a mused rhyme,
To take into the air my quiet breath;
Now more than ever seems it rich to die,
To cease upon the mid night with no pain,
While thou art pouring forth thy soul abroad
In such an ecstasy!
Still wouldst thou sing, and I have ears in vain
To thy high requiem become a sod;

বুলবুলের প্রতি একটি গীতি

এখানে নাহিকো কোনো আলো,
যে টুকু আসিছে শুধু বায়ুভরে, নভস্তল হতে
হরিতাভ অরণ্যানী ভেদি, আঁকাবাঁকা কালো
বনতল ধরি, তৃণ শিহরিত পথে পথে,
দেখিতে না পাই আমি কি ফুল ঠেকিছে পদতলে,
না বুঝি বৃক্ষশাখে বাহিরিছে কোন মৃদু-গন্ধ-মদির,
সুগন্ধ অন্ধকারে, শুধু জানি, সময়ের ফুলদলে
ছেয়ে গেছে, এই মাসে, মন্দ সমীর।
তৃণদলে, লতায় পাতায়, বন্য ফলগাছে, মধু ওঠে পুরে,
শ্বেত করবী ও গ্রাম গোলাপে পড়ে মধু ঝরে, সুরে,
পত্রমাঝারে অবগুণ্ঠিতা বকুল ফুলেরে হেরি,
ক্ষণকাল পরে শুখাইয়া যাবে, তাও মধু আছে ভরি।
কণক-চাঁপা যে জৈষ্ঠ্য মাসের জ্যোষ্ঠ্যাকন্যা জানি
সেও দেখ রসে হয়ে পরিপূর হাসি ওঠে যেন রাণী।
ভ্রমর আকুলি গুঞ্জরী ওঠে মধু জমাবার তরে,
গ্রীষ্মদিনের মৌমাছি ওঠে মধু লয়ে যায় ঘরে।
অন্ধকারে শুনি আমি, বহুবার ভাবি
বেসেছি কি ভালো আমি প্রশান্ত মৃত্যুরে
মধুকণ্ঠে ডাকি তারে নানা ছন্দময়ী কবিতায়, করি এই দাবী
মোর মৃদু বিশ্বাসেতে শূন্য দাও ভরে।
এই ক্ষণে মনে হয়, সবচেয়ে মৃত্যু আনন্দের,
যখন তোমার গানে ভরি উঠে সকল ভুবন,
এই মধ্যযাম মাঝে শেষ-শ্বাস লব মরণের,
যখন তোমার চিত্ত এই মত উচ্ছ্বাস মগন।

Ode to a Nightingale

John Keats (1795-1821)

Thou was not born for death, immortal Bird!
No hungry generations tread thee down;
The voice I hear this passing night was heard
In ancient days by emperor and clown:
Perhaps the self-same song that found a Path
Through the sad heart of Ruth, when, sick for home
She stood in tears amid the alien corn;
The same that oft-times hath
Charm'd magic casements, opening on the foam
Of perilious seas, faerylands forlorn.
Forlorn! the very word is like a bell
To toll me back from thee to my sole-self!
Adieu! the fancy can not cheat so well
As she is famed to do, deceiving elf.
Adieu! adieu! thy plaintive anthem fades
Past the near meadows, over the still stream,
Up the hill-side; and now it is buried deep
In the next valley-glades:
Was it a vision, or a waking dream?
Fled is that music—do I wake or sleep?

বুলবুলের প্রতি একটি গীতি

তখনও গাহিবে তুমি অনুপম গীতি, মোর কাছে হবে তাহা বৃথা।
তৃণ-স্তূপে পরিণত হয়ে, শুনিবনা তব শোক-গাথা।
চিরজীবী তুই যে জানিস মনে,
মৃত্যুর তরে জন্ম তোমার নয়
উত্তরসূরী অতি অবহেলা সনে
না পারিবে তোর কীর্ত্তি করিতে ক্ষয়।
যে স্বর শুনিনু এই রাতে, এই ক্ষণে,
কভু নাহি পাবে লয়।
এই সেই গীত যাহা বহু বর্ষমান,
মুগ্ধ হয়ে শুনেছিল রাজা, বিদূষকে শত,
মনে হয় এই একই গান,
রাধার অন্তর দুখে খুঁজে পেয়েছিল পথ
যখন সে অশ্রু-আঁখি, অজানা কুঞ্জ মাঝে হয়ে খ্রিয়মান
যখন সে স্বপ্নে দেখে মথুরার রথ।
এই সংগীতই বুঝি প্রায়শঃই খুলে দিত মায়া-বাতায়ণ
যখন প্রলয়ে ঢেউয়ে, নিভৃত
অপ্সরা-দ্বীপে-তুলিত-মাতন।
নিভৃতা এই শব্দখানিই ঘণ্টাধ্বনির মতন
তোমার থেকে ফিরিয়ে আবার আনল আমার মনে।
বিদায় বন্ধু মোর।
কল্পনা অত পারে না দলিতে
যত খ্যাতি আছে ওর।
বিদায়! বিদায়! নিকটে তোর।
তোমার 'বিপুল' সুরের প্রদীপে শেষ হয়ে এল পলিতে
মিলিয়ে এসেছে ঐ খানে মাঠ পর
রজনী হয়েছে ভোর।
এইবার বুঝি গান এল শেষ কলিতে
স্থির নদীটির 'পর।
ঐ পর্ব্বত পাশেতে মিলাল বুঝি
এখন নামিছে উপত্যকার গভীরে
একি হবে কোনো দরশন। তাই খুঁজি
অথবা এ কোন দিবা-স্বপ্নের সাজি
হারিয়ে গিয়েছে যে গান ও তার কবিরে
আমি কি রয়েছি জাগিয়া? না চোখ বুজি?

The year's at the spring

Robert Browning (1812-1889)

The year's at the spring,
And day's at the morn;
Morning's at seven;
The hill-side's dew-pearled;
The lark's on the wing;
The snail's on the thorn;
God's in His heaven—
All's right with the world!

এই বৎসরে এল বসন্ত

এই বৎসর এখন বসন্তে উপনীত।
এই দিন এখন প্রভাত হ'ল ;
এখন সময় সাতটা,
পাহাড়ের পাশে মুক্তার মত শিশির জমেছে।
বসন্তবৌরী উড়ছে ;
শামুকগুলো কাঁটার উপর ;
ঈশ্বর তাঁর স্বর্গে
সর্ব্বকিছু ঠিকমত চলছে।

Ode to Autumn

John Keats (1795-1821)

Season of mists and mellow fruitfulness,
Close bosom friend of the maturing sun,
Conspiring with him how to load and bless
With fruit the vines that round the thatch-eaves run,
To bend with apples the moss'd cottage-trees,
And fill all fruit with ripeness to the core;
To swell the gourd, and plump the hazel shells
With a sweet kernel; to set budding more,
And still more, later flowers for the bees,
Untill they think warm days will never cease;
For summer has overbrimm'd their clammy cells.
Who hath not seen thee oft amid thy store?
Sometimes whoever seeks abroad may find
Thee sitting careless on a granary floor,
Thy hair soft-lifted by the winnowing wind;
Or on a half-reap'd furrow sound asleep,
Drows'd with the fume of poppies, while thy hook
Spares the next swath and all its twined flowers;

শারদ-গীতি

শরৎঋতু কুয়াশা ও পরিপক্ক ফলভারে পরিপূর্ণ,
উনিই-প্রাণ-প্রিয়া বান্ধবী
মধুর কিরণ বিকিরণ কারী ময়ুখ মালির,
উনিই সেই ষড়যন্ত্রের হোত্রী, যাহা উৎকীর্ণ
হয়ে শুনছেন দেব স্বর্ণাভ রবি,
কিভাবে ফলভারে আনত করা যায়, দ্রাক্ষালতার মরালীর
গ্রীবার মত শাখা-প্রশাখা, চূর্ণ, চূর্ণ
কুয়াশা ও রৌদ্ররূপ আশীর্ব্বাদ দ্বারা, আর সঁবি
যাহা কুটির প্রাঙ্গণে নুয়ে পড়ে বনস্থলীর
ভালবাসায় ভরে তুলেছে দৈন্য।
তৃণময় অঙ্গন পরে, যেন ছবি,
জম্বু বৃক্ষ নম্র অসংখ্য ফলের গুচ্ছে, ডালির
কানায় কানায় ভরে দেন তিনি, সব ফলে সুপক্ক করে, যোগান অন্ন।
তরমুজ ও বাদাম করেছেন মধুস্রাবী।
নব নব ফুলে ভরে তুলেছেন উদ্যান, শেষ বেলাকার অলির
দল মেতেছে তাদেরি তার ফোটা ফুলমধু জন্য
যতক্ষণ তরে না এই ঋতু হবে চিরন্তন এই মনে ভাবি।
কারণ উনিই তাদের উজাড় করে দিয়েছেন তাঁর থালির
ফসল। কে না দেখেছে তাঁকে, প্রায়ই, তাঁর শস্য ভাণ্ডারেতে ভাব-মগ্ন,
যখনি স্নেহ তাঁকে খুঁজেফিরিস ধরা-পরে, পাবি
অন্যমনা বসে তিনি কোনে এক গোলাবাড়ির মাঝে, ধূলাবালির
পরে, উড়ে তাঁর কেশরাশি, মৃদু মর্ম্মরিত বায়ু ভরে, ভরি দিয়া শূন্য।

Ode to Autumn

John Keats (1795-1821)

And some times like a gleaner thou dost keep
Steady thy laden head across a brook,
Or by a cyder-press, with patient look,
Thou watchest the last oozings, hours by hours.
Where are the songs of spring? Ay, where are they?
Think not of them, thou hast thy music too,
While barred clouds bloom the soft-dying day,
And touch the stubble-plains with rosy hue.
Then in a wailful choir the small gnats mourn
Among the river shallows, borne-aloft
Or sinking as the light wind lives or dies;
And full grown lambs loud bleat from hilly bourn;
Hedge-crickets sing and now with treble-soft
The redbreast whistles from a garden-croft,
And gathering swallows twitter in the skies.

অথবা বসিয়া তিনি, যেন এক কবি।
যেথা স্তব্ধ গতি, অর্দ্ধপথে, লাঙলের ফালে নিদ্রাপড়ে ঢলি,
সর্ষের কলির
গন্ধ লইয়াছে জিনি, তন্দ্রালয়ে আচ্ছন্ন
উদ্যত কাস্তের কোপে, উদ্ধত ধানের গুচ্ছে যবে আসে নাবি
আর তাঁর বাহুতলে, রহিয়াছে যেই ধানফুল, তারিপরে সেই বাসমতী ও শালির।
কভু তিনি নদী পার হয়ে চলে যান, ঐ দূর ভাঁটিখানা ছাড়িয়ে যেন স্বপ্ন
উন্নতমস্তকে লয়ে খড়ের আঁটি, কৃষাণীর মত, চলেছেন স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী।
কখনো প্রহর ব্যাপি বসি রণ চেয়ে, ধৈর্য্যের প্রতিমা সম, সেই বর্ণালীর
পানে, যাহা শেষ মধু ক্ষরণের আলোক-ধণ্য।
কোথা গেল বসন্তের গান? কোথা গেল সেই গান সর্ব্ব হৃদয় দ্রবী?
ভেবনা তাদের তরে, তোমার নিজস্ব সংগীত গুলির
কথা ভুলনা। যবে বন্দী মেঘদল ফোটায় মুমূর্ষু দিবা-লগ্ন,
আর রুক্ষ মাটিতে ছোঁওয়ায় রক্তিম মাধবী,
তখন বিষন্ন সুরে মিলায় কণ্ঠ যত ক্ষুদ্র পতঙ্গেরা, কুঞ্জগলির
ভিতর; অগভীর নদী মাঝে সেই শোকগীতি হয় বর্ণহীন কভু,
কখনো বা মৃদু হাওয়ায়, ভরে গানে এই পৃথিবী।
কভু পূর্ণ বয়স্ক মেষের তীব্র ধ্বনি ভেসে আসে পাহাড়তলীর
দিক হতে। বেড়ার ফাঁকে, ঝিঁঝির ডাকে, বাতাস হয় বণ্য।
এখন বাগানে কোকিল স্তবকে, স্তবকে, তোলে সুর লহরী, অমৃত-প্লাবী
হর্ষধ্বনি শোনা যায়, আকাশের মাঝে, দল বাঁধা বুলবুলির।

Well I remember

W. S. Landor (1775-1864)

Well I remember how you smiled
To see me write your name upon
The soft sea-sand...............'O! What a child!
I have since written what no tide
Shall ever wash away, what men
Unborn shall read O'er ocean wide
And find Ianthe's name again.

আজও আমার

আজও আমার স্মরণে উঠে ভাসি
তোমার সেই হাসি।
লিখিনু যবে তোমার নাম চুপে,
কোমল সেই বালুবেলায় বুকে,
বলিয়াছিলে, "শিশুর মত খেলিছ সব ভুলে,
লিখিছ যেন পাষাণ পরে এমনি মনে বলে।"
তখন থেকে লিখিনু, জানি,
এমনি করে সে নাম খানি,
কখনো কোনো জোয়ার স্রোতে
পারিবেনা তা ধুতে।
এই জনমের আলোকেতে দেখেনি যারা মুখ
তারাও জানি, এ নাম খানি, পড়িতে পাবে সুখ।
অসীম ঐ সাগর পরে, একটি নাম 'এলা'
মনের সুখে, তখনো জানি করিবে কত খেলা।

I Strove with none

W. S. Landor (1775-1864)

I strove with none, for none was worth my strife;
Nature I loved, and, next to nature, Art;
I warmed both hands before the fire of life,
It sinks, and I am ready to depart.

বিবাদ আমি করিনে

বিবাদ আমি করিনে কারও সাথ
বিবাদ করার যোগ্য কেহই নাই
প্রকৃতি সবার চেয়ে আপন আমার,
তারি পরে শিল্পরস চাই।
আমি দু'হাত করিনু উষ্ণ; তপ্ত
জীবন-অগ্নি দিয়া
নিভে গেলে দীপ, আমি প্রস্তুত
চলিনু বিদায় নিয়া।

Irrepareableness

Elizabeth Barrett Browning (1806-1861)

I have been in the meadows all the day
And gathered there the nose gay that you see
Singing within myself as bird or bee
When such do field-work on a morn of May
But now I look upon my flowers, decay
Has met then in my hands more fatally
Because 'more warmly' clasped, and sobs are free
To come instead of songs, what do you say,
Sweet counsellors, dear friends? That I shall go
Back Straight way to the fields and gather more?
Another sooth may do it, But not I!
My heart is very tired, my strength is low,
My hands are full of blossoms plucked before,
Held dead within them till myself shall die.

অপূরণীয়

সারাদিন ধরে পুষ্প-চয়নে
ব্যাপৃত ছিলেম বনে,
ভ্রমর কিংবা বিহঙ্গ সম
গুঞ্জন তুলি মনে,
এই উজ্জ্বল ফাল্গুন প্রাতে
চাহি নীলাকাশ পানে
তুমি জান, আমি কাজের মাঝারে
প্রাণ-ভরে নেই গানে।।
যখন আমি নয়ন তুলে
চাইনু কুসুম পরে,
ক্ষয় তাহাদের গ্রাস করেছে
আমাব আপন করে,
অশ্রু আমার বাঁধ মানে না,
গান কোথা যায় ভেসে,
গভীর স্নেহে রেখেছিলেম
কঠিন বাঁধনে সে,
ওগো মরমীয়া, হে প্রিয়বন্ধু
কি বলিবে তুমি বল,
আবার আমি কি ফিরে যাব বনে
তুলিতে পুষ্পদল?
অন্যে তাহাতে সান্ত্বনা লভে
হয়তো জুড়াবে জ্বালা
আমার চিত্ত ক্ষুব্ধ, ক্লান্ত,
আবার গাঁথিতে মালা।
মোর কর জুড়ি, আছে কুঁড়ি গুলি
পূর্ব্বে তুলেছি যত
বুকের মাঝারে রাখি তাহাদের
শুকানো সে কলি শত,
যতদ্দিন আমি না ত্যাজি পরাণ,
না লভি মরণ-ব্রত।।

From 'Sonnet from the Portuguese'

Elizabeth Barrett Browning (1806-1861)

How do I love thee? Let me count the ways,
I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of Being and ideal grace.
I love thee to the level of every day's
Most quiet need, by sun and candle light
I love thee freely, as men strive for Right,
I love thee with the passion put to use,
In my old griefs, and with my childhoods faith,
I love thee with a love I seemed to lose
With my old lost saints, I love thee with the breath,
Smiles, tears, of all my life!—and if God choose,
I shall but love thee better after death.

তুমি যবে জিজ্ঞাসিলে

তুমি যবে জিজ্ঞাসিলে মোরে
কতটুকু তোমায় ভালবাসি?
জানাই আমি, একটু ভেবে দেখি,
আমার হৃদয় ঊর্ধ্বে, অধে, প্রসারে তত দূরে,
যেথা অনুভূতি পৌঁছিবেনা আসি
যেথা আমার সুমহান আশার শেষ আমি যে লখি।
সূর্য্য যখন আলো ছড়ায় ভোরে,
রাত্রে যখন মোমের আলো হাসি,
আমায় শুধায় একি!
তুই এখনো ঘুমোস নি যে ওরে!
তখন বুঝি তোমায় আমি কত ভালবাসি।
প্রতিদিনের নানা কাজের মাঝে জাগে তোরই আঁখি।
মানব যেমন স্বাধীনতার তরে।
যুদ্ধ মাঝে ঝননে তার অসি।
তেমনি আমার বাঁধন-হারা প্রেমেরই মাঝখানে, তুমি আছ মাখি
এ যুদ্ধেরই গৌরবে সে হেলাভরে যেমন তুচ্ছ করে
আমার ভালবাসার মাঝে মিলেছে সেই পবিত্রতা রাশি।
আমার অতীত কালের দুঃখেরি সেই অসহ তীব্রতারে ঢাকি,
আমার ভালবাসা আছে জেগে তোরই তরে,
আমারই দূর শিশুবেলার বিশ্বাসেতে মিশি।
আমার ভালবাসা কেমন রে তুই জানিস তাকি?
মোর হারানো শুভবোধের সঙ্গে যাহা গেছে মরে
ভেবেছিলাম, আবার তাহা ওঠে হাসি।
মোর ভালবাসা তোরে বুকেরি মাঝারে রাখি
হাসি, অশ্রু, নিঃশ্বাসেতে রয়েছে জীবন ভরে,
বিধি যদি ওঠে হাসি, আরও যেন ভালবাসি
যখন মরণ লবে ডাকি।

There be none

Lord George Gordon Noel Byron (1788-1824)

There be none of Beauty's daughters
With a magic like thee;
And like music on the waters
Is thy sweet voice to me:
When, as if its sound were causing
The charmed oceans pausing,
The waves lie still and gleaming;
And the lull'd wind seem dreaming,
And the mid-night moon is weaving
Her bright chain o'er the deep,
Whose breast is gently heaving
As an infant's asleep:
So the Spirit bows before thee
To listen and adore thee;
With full but soft emotion,
Like the swell of Summer's ocean.

সৌন্দর্য্য

সৌন্দর্য্যের কন্যাদলে নাহি কেহ,
জানি, তোমাসম হেন মায়াবিনী,
তব কণ্ঠস্বর হেরি, ধরে দেহ,
সঙ্গীতলহরী যেন জলপরে হয়ে কল্লোলিনী।
বুঝি তোমারই সুরের ধ্বনি দ্বারা
সাগর-মন্ত্র-মুগ্ধ
ঘুমপাড়ানিয়া হাওয়া বুঝি, স্বপ্নেতে দেয় সাড়া
ঢেউগুলি সব জ্বলে উঠে হয় স্তব্ধ।
মধ্যরাতের চন্দ্রিমা বোনে
উজ্জ্বল লূতাতন্তু যেন
সমুদ্র আর ঢেউগুলি গোনে
প্রতিভাত হয় চিত্তে হেন।
সাগর বক্ষ উঠে আর পড়ে ;
অতি ধীরে অতি কোমল ভাবে
ঘুমায়ে রয়েছে শিশু চুপ করে,
মনে লয়, বুঝি এই চোখ চাবে।
তেমনি করিয়া তোমারই সমুখে
নিশীথ রাতের প্রাণ
নত হয়ে যেন প্রণতি জানায় সুখে
ভালবেসে শোনে তোমার মধুর গান,
বুঝি রহিয়াছে কত না আবেগ চেপে
বক্ষের মাঝারেতে,
বর্ষাদিনের অতল বারিধী ওঠে যেন কেঁপে কেঁপে
চক্ষের পলকেতে।

When we two parted

Lord George Gordon Noel Byron (1788-1824)

When we two parted
In silence and tears,
Half broken-hearted,
To sever for years,
Pale grew thy cheek and cold,
Colder thy kiss;
Truely that hour foretold
Sorrow to this
The dew of the morning
Sunk chill on my brow;
If felt like warning
Of what I feel now,
Thy vows are all broken,
And light is thy fame;
I hear thy name spoken
And share in its shame.
They name thee before me,
A knell to mine ear;
A shudder comes o'er me—
Why wert thou so dear?
They know not I know thee
Who knew thee too well;
Long, long, shall I rue thee

অশ্রুভরা নীরবতার মাঝে

অশ্রুভরা নীরবতার মাঝে
সূচিত হ'ল বিচ্ছেদেরই লগ্ন
বক্ষতলে জলধারা ছলছলিয়ে বাজে
কতযুগের তরে মোরা হলেম যে বিচ্ছিন্ন।
তোমার শীর্ষ কপোলের পরে
তুষারের কণা জ্বলে
তুহিন শীতল তব চুম্বণ, মোরে
এই কথা বলে,
'প্রথম প্রেমেতে অভিশাপ থাকে মিশে'
শেষ প্রহরের শেষের আলোতে
হারাইয়া ফেলি দিশে।
প্রভাত শিশির অসহ শৈত্যে
ঢেকে দিয়েছিল ভাল,
যেন বেজেছিল অশুভ শঙ্খ
অনুভবি ক্ষণকাল।
শপথ ভেঙেছ, লব কলঙ্ক
দু'জনায় করি ভাগ
তারা তব নামে কত কিযে বলে
বৃথা আমি করি রাগ
লজ্জায় মোর বুক ভেঙে যায়, মৃত্যু আমারে ভোলে।
স্পন্দিত হ'ল বন্দী এ দেহ মম
নাহি জানে কেহ, তুমি কতখানি মোর,
কে কলি তোরে এতখানি প্রিয়তম!
তুমি নহ কারো চেনা যে অধিকতর।

When we two parted

Lord George Gordon Noel Byron (1788-1824)

Too deeply to tell
In secret we met;
In silence I grieve
That thy heart could forget,
Thy spirit deceive,
If I should meet thee
After long years,
How should I greet thee?
In silence and tears.

অশ্রুভরা নীরবতার মাঝে

কত দুঃখই দেব যে জীবন ভরে,
নারিনু সে কথা বলিতে।
সঙ্গোপনে মিলিয়াছিনু ঘরে
লুকিয়া ব্যথা বেদনা আমার, চাইনু ভুলিতে
তোমার হৃদয় যায় যদি বিস্মরি,
এই প্রকৃতির ছলনারি মোহে
আমারে না চেন যদি নারী
কি ভাবে ডাকিব বল গেহে!
বহুদিন হলে পরে গত
নিবিড় অশ্রু বারি
ভরিবে বেদনা ডালি শত ;
নৈঃশব্দে তোরে লব বরি।

Happy Insensibility

John Keats (1795–1821)

In a drear-nighted December,
Too happy, happy tree,
Thy branches ne'er remember
Their green felicity:
The north can not undo them,
with a sleety whistle through them,
Nor frozen thawings glue them
From budding at the prime.
In a drear-nighted December,
To happy, happy, brook,
Thy bubblings ne'er remember
Apollo's summer look;
But with a sweet forgetting
They stay their crystal fretting,
Never, never petting about the frozen time.
Ah, would it were so with many
A gentle girl and boy!
But were there ever any
Writhed not at passed joy?
To know the change and feel it,
When there is none to heal it
Nor numbed sense to steel it
Was never said in rhyme.

মধুর বিস্মরণ

এই শীতার্ত্ত পৌষালী রাতে
কত সুখী এই বৃক্ষগুলি,
তোদের সবুজ কামনার প্রাতে
শাখাগুলি সবই গেছে কি ভুলি?
উত্তর বায় না পারে তোদের কাঁদাতে
হু হু রবে বায়ু ফিরে চলে যায় ঘরে
নাহি পারে কোনো তুষার গলানো স্রোতে
বদ্ধ করিতে যৌবন-উৎসবে কুঁড়ি ফোটানোর তরে।
সেই শীতার্ত্ত পৌষালী রাতে
বড় সুখী এই ক্ষুদ্র নদী
তব বুদ বুদে ভুলে ও স্মরেনা সে প্রাতে
যবে সূর্যের উষ্ণ চাহনি জ্বলিয়াছে নিরবধি ;
তবু জানি সেই মধুর বিস্মরণে,
রহিত সে তার স্ফটিক স্বচ্ছ বাঁধে
নাহি করে কোনো অভিযোগ কোনো খানে,
পড়ে যবে সেই ভীষণ তুষার ফাঁদে।
হায়রে! যদি এমনি ভাবে লইত সবে সহজে,
মিলিয়া যত পুরুষ রমণী
আছে কি হেথায় তেমন মানব কেহ যে!
হাসি সয় সব দুঃখ জ্বালা, শত রজনী?
জান এই পরিবর্ত্তন কর অনুভব
যখন কেহই পারিবে না ব্যথা নাশিতে
কোনো মোহজালই— না করিবে দূর দুখঃ সব,
কোনো কবিতাই পারেনি সে কথা বলিতে।

Cradle Song

Sarojini Naidu

From groves of spice,
O'er fields of rice,
Athwart the lotus-stream,
I bring for you,
A glint with dew
A little lovely dream.
Sweet shut your eyes,
The wild fire-flies
Dance through the fairy neem;
From the poppy-bole
For you I stole
A little lovely dream.
Dear eyes, good-night,
In golden light
The stars around you gleam;
On you I press
With soft caress
A little lovely dream.

ঘুমপাড়ানী গান

মৌরী বনের ভিতর থেকে,
ধানের ক্ষেতের মধ্যে বেঁকে,
পদ্মলতার নদীখানি পেরিয়ে,
তোরি জন্য তুলে আনি,
শিশির ভেজা স্বপ্নখানি,
ছোট্ট মধুর স্বপ্নখানি সকল বাধা ছাড়িয়ে।
দুষ্টু, চোখ দু'টি তোর বোজ।
বুনো জোনাকীর নাচে হোথায় রোজ
ঐ ওখানে নিম পরীদের মাঝে, তাদের সরিয়ে।
সর্ষে ফুলের দানি থেকে
তোরি জন্য এনেছি যে
ছোট্ট মধুর স্বপ্নখানি সকল বাধা ছাড়িয়ে।
'সোনার' চোখ দু'টি ঘুম যায়,
সোনার আলোর মাঝে চায়
তারা রা সব চারধারে তোর, আলোয় দেবে ভরিয়ে,
আস্তে, আস্তে চুমো দিয়ে
তোকে আমি দিই আনিয়ে
ছোট্ট মধুর স্বপ্নখানি সকল বাধা ছাড়িয়ে।

Autumn-Song

Sarojini Naidu

Like a joy on the heart of sorrow,
The sunset hangs on a cloud;
A golden storm of glittering sheaves,
Of fair and frail and fluttering leaves,
The wild wind blows in a cloud,
Hark to a voice that is calling
to my heart in the voice of the wind:
My heart is weary and sad and alone,
For its dreams like the fluttering leaves have gone,
And why should I stay behind?

শারদ-গীতি

সূর্য্য অস্ত যায় ঐ মেঘেরি মাঝারে,
মনে হয় আনন্দ দোলে দুঃখেরি হৃদয়ে ;
স্বর্ণ-ঝঞ্ঝা উঠে মনে হয়, উজ্জ্বল আলোকে সংগ্রহি
তারপরে বন্য হাওয়া বেগে ধায় মেঘেরি ভিতরে তাহা লয়ে।
শোনো ঐ কণ্ঠস্বরে, কে যেন ডাকিছে মোরে,
আমার হৃদয়ে কে পাঠায় বারতা, ঝড়ের সংকেত,
আমার হৃদয় বড় একেলা এখন, বড় ক্ষুব্ধ, ক্লান্ত, বড় অধির এ মন
ঐ মর্ম্মরিত পত্রদল প্রায়, ত্যাগি গেছে মোরে মম হৃদয়-স্বপন।
আর কেন, মিছে আমি রই এখানেতে?

The song of Princess Zeb-Un-Nissa in Praise of her own beauty.

Sarojini Naidu

When from my cheek I lift my veil,
The roses turn with envy pale,
And from their pierced hearts, rich with pain,
Send forth their fragrance like a wail.
Or if perchance one perfumed tress
Be lowered to the winds caress,
The honeyed hyacinths complain,
And languish in a sweet distress
And when I pause, still groves among,
(Such loveliness is mine) a throng
Of nightingales awake and strain
Their souls into a Quivering song.

রাজকুমারী জেব-উন্নিসার নিজ সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রশংসা-গীতি

যখন কপোল হ'তে আমি সরাই ওড়নাখানি,
গোলাপগুলি ঈর্ষাভরে পাণ্ডুর হয় জানি,
পাঠায় তাদের গন্ধ মধুর দুঃখ ধনে ধনী।
সুগন্ধী মোর কেশের রাশি উড়েই যদি যায়,
মন্দ সমীর আলিঙ্গনে যদিই বাঁধে তায়,
অমনি মধুসিক্তা হেনা জানায় যে তার ক্ষোভ-কাতরে
কতই অবসন্ন যেন কূট-মধুর রিষেরি ঘায়।
আবার যদি একটু দাঁড়াই কুঞ্জ বন মাঝে,
(এমনি সুষমা মোর) যেন সেথা কতসুর বাজে,
বুলবুলি গুলি গান গেয়ে ওঠে করুণ স্বরে
তাদেরি বেদনা কম্পিত হয়ে কেঁদে ওঠে যেন লাজে

Humayun to Zobeida

Sarojini Naidu

You flaunt your beauty in the rose, Your
Glory in the dawn,
Your sweetness in the nightingale, your white-ness in the swan.
You haunt my waking like a dream, my
Slumber like a moon,
Pervade me like a musky scent, possess me
Like a tune.
Yet when I crave of you; my sweet one tender moment's grace,
You cry, "I sit behind the veil, I cannot show my face."
Shall foolish veil divide my longing from my bliss?
Shall any fragile curtain hide your beauty from my kiss?
What was is this of Thee and me? Give O'er the wanton strife,
You are the heart within my heart, the life within my life.

জুবেদার প্রতি হুমায়ুন

তুমি তোমার রূপেই গোলাপ দিয়েছ ভরে,
তোমার যশেই উষা রক্তিম আভা,
তোমার মাধুরী কোকিলে করেছ দান, তব শুভ্রতা
মরালে যে মনোলোভা।
মোর জাগরণে তব স্বপ্ন যে মাখা, মম তন্দ্রায় তুমি যে চন্দ্রিমা;
ঢাক মোরে তুমি কস্তুরী সুবাসেতে, অধিকারিং মোরে
যন্ত্রের মত, বাজাও না প্রিয়তমা।
তবু যবে আমি, ওগো প্রিয়া, যাচি একটি নিমেষ
শুধু ক্ষণকাল তরে
তুমি প্রতিবাদী বল, "আমি রই ওড়নার আড়ালেতে
না দেখাব মোর মুখ, তাহে তুলে ধরে"।
তুচ্ছ তোমার ওড়নায় কিগো বাঁধিবে আমার আকাঙ্ক্ষারে,
না মিলিতে দিয়ে অন্তর আনন্দে?
কোনো ভঙ্গুর আবরণ নাহি লুকাবে তোমার রূপে, না
পারিবে তাহা বাধা দিতে মম চুম্বনে, বাঁধি বন্ধে।
তোমার আমার মধ্যে তো কোনো দ্বন্দ্ব বিবাদ নেই, ত্যাগ
কর এই চিরন্তনী ছলে,
তুমিই আমার হৃদি বিহারিণী, আমার হৃদয়-কুঞ্জে, তোমার
আলোক জীবন প্রদীপের শিখাসম মম জ্বলে।

Song

Christina Georgina Rossetti (1830-1894)

When I am dead, my dearest,
Sing no sad songs for me;
Plant thou no roses at my head,
Nor shady cypress tree :
Be the green grass above me
With showers and dew-drops wet;
And if thou wilt, remember, and if thou wilt forget.
I shall not see the shadows,
I shall not feel the rain,
I shall not hear the nightingale
Sing on, as if in pain;
And dreaming through the twilight
That doth not rise nor set,
Haply I may remember,
And haply may forget.

গান

মৃত্যু মাঝে যবে হ'ব লীন, প্রিয়,
না গাহিও কোনো শোকগীতি,
না তুলো গোলাপ-লতা মোর সমাধিতে, নাহি দিও,
ছায়াময় সন্ধ্যামালতীরে, শুধু নিতি,
শ্যামপুষ্পে ভরে তুল শিয়রের মাটি ;
বৃষ্টির জলেতে আর শিশির বিন্দুতে সিক্ত তাহা হবে,
তারি মাঝে মনে যদি পড়ে, সে কথাটি
একবার ভেব, যাও যদি ভুলে, কোন ক্ষোভ নাহি রবে।
কোনো ছায়াতরু না দেখিতে পাবে মম আঁখি
না করিব অনুভব যবে বৃষ্টি আসিবে নামিয়া
কভু না শুনিব যবে কোকিল মধুর গানে ব্যথা দেয় ঢাকি
যেন কোন দুখেরে ছানিয়া।
কভু বা দেখিব স্বপনেতে সেই গোধূলি বেলায়,
উদয়-অস্ত যার কিছুই নাহিরে
হয়তো আসিবে ভাসি স্মরণে হঠাৎ-কভুবা মিলায়
সে তেমনি চকিতে ; মোর মনের বাহিরে।

Ozyimandias of Egypt

Percy Bysshe Shelley (1792-1822)

I met a traveller from an antique land
Who said : Two vast trunkless legs of stone
Stand in the desert, Near them on the sand,
Half sunk, a shatterd visage lies, whose frown
And wrinkled lip and sneer of cold comand
Tell that its sculptor well those passions read
Which yet survive, stamp'd on these lifelsss things,
The hand that mock'd them and the heart that fed;
And on the pedestal these words appear :
My name is ozymandias, King of Kings :
Look on my works, ye mighty, and despair!
Nothing beside remains. Round the decay
Of that colossal wreck, boundless and bare,
The lone and level sands stretch far away.

মিশরের অমিতবীর্য্য

একদা মোর হয়েছিল সাক্ষাৎ
কোন এক প্রাচীন দেশের ভ্রমণককারীর সাথ,
সে মোরে কহিল ডাকি
বিরাট দুটি পদাবশেষ প্রস্তরেতে গড়া
মরুর মাঝারে দাঁড়ায়ে রয়েছে দেখনি তুমি তাকি?
কাছেই তুমি দেখবে তারি মুখাবয়ব খণ্ড খণ্ড করা
অর্দ্ধপ্রোথিত রয়েছে হোথায় রুক্ষ মরুর তলে
যাঁর কুঞ্চিত ওষ্ঠাদর ও ভ্রূভঙ্গি যেন বলে,
সর্ব্বমান্য আমি জেনো এই বিপুল পৃথ্বী পরে।
এ অহঙ্কারে জীবন্ত করে তুলেছে যে ভাস্করে।
শিল্পী যে তাঁর উপহাসে হেরি অমর করেছে কঠিন অস্ত্রাঘাতে।
পূর্ণ করিয়া হৃদয় আকাঙ্ক্ষায়।
তারি পাদমূলে বেদিকায়
এই কটি কথা রহিয়াছে গাঁথা মর্ম্মর ফলকেতে
"আমি সম্রাট অমিতবীর্যা, দেখ একপলকেতে,
আমার কর্মসমুদ্র পানে চাহি,
যেই হও তুমি শক্তিমান বা দীন হীন এক রাহী।"
শুধু এইটুকু আর কিছু নাহি বাকি
সীমাহারা সেই ধূ ধূ বালুরাশি আর সবই দেছে ঢাকি।
শুধু ঘেরি সেই ধ্বংসস্তূপের স্মৃতি
পড়ে রয় সেথা সমান্তরাল অনন্ত বিস্তৃতি।

Prayer

Cardinal Newman (1801-1890)

Lead kindly light, amid the encircling gloom
Lead thou me on!
The night is dark, and I am far from Rome
Lead thou me on!
I was not ever thus, nor pray'd that thou
shoudest lead me on,
I loved to choose and see my path, but now
lead thou me on
I loved the garish day, and spite of fears
Pride ruled my will; remember-not past years
So long thy power has blest me, sure it still
will lead me on,
O'er moor and fen, O'er crag and torrent till,
The night is gone;
And with the morn, those angel faces smile
Which I have loved long since and
Lost awhile.

প্রার্থনা

দয়া কর প্রভু, দয়া করে মোরে দেখাও তোমার আলো
নাশ কর হে, নাশ কর এই দুঃখ আঁধার কালো।
এই রজনী তামসীতে ঢাকা
রাজগৃহ হতে বহুদূরে আমি, পথ নাহি যায় দেখা
দেখাও হে প্রভু দয়া করে মোরে তোমার আলোক রেখা।
কখনো তো প্রভু ডাকিনি তোমারে এই প্রার্থনা করি,
তুমিই দেখাবে আলোক রশ্মি, তুমিই দেখাবে হরি।
আমি নিজে নিজে পথ লইয়াছি খুঁজে, সে পথ লয়েছি বরি।
এইবারে, তুমি পথ দেখাও হে, পথ দেখাও গো হরি।
অশুভ দিনেরে ভালবেসেছিনু মনে মনে ছিল ভয়
তবু অহঙ্কারেতে ঢাকা ছিল হিয়া, আর অতীতের স্মৃতি নয়।
তবুও তোমার আশিষ আমারে অনুখন ছিল ঘিরে
আবার তা মোরে দেখাবে যে পথ, এও জানি নিশ্চয়।
কভু অরণ্যে ঝড়ে, পর্ব্বত পরে, হারিয়ে ফেলেছি দিশা,
তবুও তো জানি তুমি আছ মোর টুটিবে এ মোহ নিশা।
প্রভাতের সনে দিব্য আননে ভাতিবে পুণ্য-বিভা
ভালবেসেছিনু যেই মুখ গুলি হেরিব তাদের শোভা।

Porphria's Lover

Robert Browning (1812-1889)

The rain set early in to-night,
The sullen wind was soon awake,
It tore the elm-tops down for spite,
And did its worst to vex the lake :
I listened with heart fit to break,
When glided in Porphyria straight
She shut the cold out and the storm,
And kneel'd and made the cheerless grate
Blaze up, and all the cottage warm;
Which done, she rose, and from her form
Withdrew the dripping cloak and shawl,
And laid her soiled gloves by, untied
Her hat and let the damp hair fall,
And, last, she sat down by my side.
And call'd me, when no voice replied,
She put my arm about her waist,
And made her smooth white shoulder bare
And all her yellow hair displaced,
And stooping, made my cheek lie there,
And spread, O'er all, her yellow hair,
Murmuring how she loved me—she
Too weak, for all her heart's endeavour,
To set its struggling passion free

প্রণয়ী

বৃষ্টি এসেছিল যবে রাত্রি সবেশুরু,
বিষণ্ণ বায়ু, জাগিয়া উঠিল সেই ক্ষণে,
ঘৃণা ভরে ভাঙে শাখা সহ যত ঝাউতরু,
হ্রদের উপরে যাহাপারে ফেলে তা'সনে ;
শুনি বসে সেথা কম্পিত হৃদি ভাঙে বুঝি এই, ভাবি নে
তখনি চকিতে প্রিয়া আসে দ্বার খুলিয়াং,
ঝড় বাদলেরে, একপলকেতে, বাহিরে দিল যে ঠেলি ;
নতজানু হয়ে ম্লান নিবে আসা অগ্নিরে উজ্জ্বলিয়া
কুটিরের মাঝে উষ্ণতা দিল মেলি,
কাজ সারা হলে, ধুলিধূসরিত আবগুণ্ঠণ তুলি
দেখিল সিক্ত তনুবাস হতে জল পড়ে ঝরি ঝরি,
বন্ধ মুক্ত করি দিয়া তার বিপুল কেশের রাশ
বসি মম পাশে, ডাকে মোর নাম ধরি
যবে কোনো কণ্ঠস্বর না দেয় আশ্বাস
মোর বাহুদুটি দিয়া জড়াইল নিজ কটিপাশ,
তাহার পরেতে তুলিয়া লইল অঙ্গাবরণ খানি
তুষার শুভ্র মসৃণ গ্রীবা হতে,
সোনালী কেশের গুচ্ছে উঠিল ঝড়ের নাচন জানি,
নত হয়ে সেথা রাখিল আমার কপোলটি যতনেরে,
তাহার উপরে স্বর্ণসূত্রে ছড়াল স্নেহের সাথে।
মর্ম্মর স্বরে বলিল তখন কতই যে ভাল বাসে
তাহার হৃদয় ধরিতে না পারে সে প্রবাল প্রণয়েরে
সেই কামনার রুদ্ধ স্রোতে, সে, তাই যেতে চায় ভেসে
মিথ্যা গর্ব্ব অহঙ্কারেতে চিরতরে ফেলে ছুঁড়ে।

Porphria's Lover

Robert Browning (1812-1889)

From pride, and vainer ties dissever,
And give herself to me for ever.
But passion sometimes would prevail,
Nor could to-night's gay feast restrain.
A sudden thought of one so pale
For love of her, and all in vain,
So, she was come through wind and rain.
Be sure I look'd up at her eyes
Happy and proud, at least I knew
Porphyria worshipp'd me; surprise
Made my heart swell, and still it grew
While I debated what to do.
That moment she was mine, mine, fair,
Perfectly pure and good : I found
A thing to do, and all her hair
In one long yellow string I wound
Three times her little throat around,
And strangled her. No pain felt she
I am quite sure she felt no pain.
As a shut bud that holds a bee,
I warily oped her lips : again
Laughed the blue eyes without a stain,
And I untighten'd next the tress

প্রণয়ী

জনমের মত আমারে দিবে সে নিজেরেই তারিতরে।
হয়তো কখনো আকাঙ্ক্ষা হবে উদ্দাম বাধাহীন,
আজিকার এই মধুনিশি জানি না পারিবে থামাইতে
সেই জন লাগি ক্ষণেক চিন্তা, যদিও তা অতি ক্ষীণ,
যে তাহারি তরে জ্বলে অন্তরে হবে বৃথা সব তারই সাথে
যেই লাগি সে যে ছুটিয়া এসেছে এ বাদল সন্ধ্যাতে।
নিশ্চিত হতে, সুখে গর্ব্বেতে, চেয়েছিনু তার আঁখি পরে
অবশেষে আমি জানিতে পারিনু সেই পলে
প্রিয়ার হৃদয় পূজার অর্ঘের আছে ভরে।
বিস্ময় মানি কিযে করি তাই ফিরে ফিরে ভাবি হৃদিতলে,
নিমেষ হতে সে আমারি, আমারি এ ফোটা শতদলে।
শুভ্রা সরলা প্রিয়া মম, বসিয়া রয়েছে মোর কাছে
কি করিব আমি খুঁজে পেয়েছিনু এইবারি ;
উঠায়ে লইনু কুন্তল তার যাহা ভালে মম পড়ে আছে
খুলি লয়ে তাহা বাঁধিনু দীর্ঘ বেণীতে, বারে বারে ঘেরি,
কোমলকণ্ঠখানি—রুদ্ধ করিনু শ্বাস প্রশ্বাসে তারি।
কোনো যন্ত্রণা নাহি অনুভব করিল সে সেইকালে
জানি মনে স্থির। কোনো বেদনাই দিইনি তাহারে শ্বাসরুধি,
ক্লান্তিতে নুয়ে খুলেছিনু তার দীর্ঘপক্ষ্ম আঁখিদলে
যেন গো মুদিত কলিকায় বসি রহি ভ্রমরটি অবরোধে,
নির্ম্মল নীল আঁখিতারা দুটি হাসিয়া উঠিল অবোধি।
এলাইয়া দিনু কুন্তল জাল গ্রীবা হতে খুলি ধীরে ধীরে,
কপোল দুইটি ফিরে পেয়েছিল রাঙিয়া তাদের পুর্নবার।

Porphyria's Lover

Robert Browning (1812-1889)

About her neck ; her cheek once more
Blush'd bright beneath my burning kiss
I propp'd her head up as before,
Only, this time my shoulder bore
Her head, which drops upon it still :
The smiling rosy little head,
So glad it has its utmost will,
That all it scorn'd at once is fled,
And I, its love, am gain'd instead?
Porphyria's love; she guess'd not how
Her darling one wish would be heard,
And thus we sit together, now,
And all night long we have, not stirr'd
And yet God has not said a word!

প্রণয়ী

অগ্নির সম মম চুম্বন রাঙা আভা দিল গোলাপে যে রে,
পূর্ব্বেরি মত তুলে রাখি তার মাথা খানি মম স্কন্ধোপর।
শুধু এইবার রাখিনু তাহার মুখখানি লয়ে কণ্ঠেমোর।
মাথাটি যে তার তখনো রয়েছে নত হয়ে মোর বাহুতে
হাসিভরা ওই গোলাপের মত মুখটি লয়ে,
এত আনন্দে ধরেছিল সে যে তীব্র কামনা জ্বালেতে
সব বাধা যাহাছিল মনে—সেই ক্ষণে গেল বিলীন হয়ে।
আর আমি তার পরিবর্ত্তে যে কর্ত্তধন পেনু কি হবে কয়ে,
প্রিয়ার এ প্রেম এত অল্পে যে কেহ না লভে, সেও তো ভাবেনি
এইরূপ `
তার প্রাণপ্রিয় চিন্তা খানি যে পড়িবে ধরা।
এখন এভাবে আমরা দু'জনে বসিয়া চুপে
সারারাত্রিই শান্তিতে রবে ভরা,
ঈশ্বর ও জানি রহিবেন চুপে বাক্যহারা।